প্রশ্ন ১ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কাকে বলে?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে এমন একটি শাস্ত্রকে বোঝায় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক, আইনগত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। পামার ও পারকিন্‌স-এর মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্বসমাজের সকল মানুষ ও গোষ্ঠীর সকল সম্পর্ক, মানুষের জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, চাপ ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

প্রশ্ন ২ ▌ আন্তর্জাতিক রাজনীতি কাকে বলে?

উত্তর ঃ কে. জে. হলস্টি-এর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বলতে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। পামার ও পারকিন্‌স-এর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো আন্তর্জাতিক সমাজের রাজনীতি।

প্রশ্ন ৩ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও অন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতির থেকে ব্যাপকতর ধারণা। হলস্টি-র মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াসমূহ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যাতায়াত, যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ ও নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এতসব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। শ্লেশার বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ও সহযোগিতা উভয় দিক নিয়েই আলোচনা করে, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত বিরোধ, সংঘর্ষ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

প্রশ্ন ৪ ▌ হার্টম্যান প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞাটি কী?

উত্তর ঃ হার্টম্যানের মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে যে শাস্ত্র তাকে বলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

প্রশ্ন ৫ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিজ্ঞান নয় কেন যুক্তি দেখাও।

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভৌত বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত নয় কারণ— (ক) এর আলোচনা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। (খ) ভৌত বিজ্ঞানের কোনো গবেষক যেভাবে গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পরীক্ষা করতে পারেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। (গ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সবক্ষেত্রে মূল্যমান-নিরপেক্ষ (value-free) হয় না।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৬ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিজ্ঞান বলার পক্ষে দুটি যুক্তি দেখাও।

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিজ্ঞান, কারণ— (ক) বিজ্ঞান বলতে বোঝায় কোনো বিষয় সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, গবেষণা প্রভৃতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এইসব পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। (খ) ভৌত বিজ্ঞানের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গেও পরিমাপ, সংখ্যায়ন, গণকযন্ত্রের (Calculator) ব্যবহার, যোগাযোগ বিজ্ঞানের (cybernetics) সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় জড়িত থাকতে দেখা যায়।

প্রশ্ন ৭ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলতে সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায় যা আদর্শ যা কল্পনাকে পরিহার করে বাস্তব ঘটনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রীয় ধারণা হল ক্ষমতার লড়াই। প্রতিটি রাষ্ট্রের আচরণ জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়, আর এই স্বার্থের পিছনে ছুটতে গিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা লড়াই অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এই বাস্তবতাকেই তুলে ধরতে চায়।

প্রশ্ন ৮ ▌ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রবক্তাদের নাম লেখো।

উত্তর ঃ ই. এইচ. কার, এইচ. জে. মরগেনথাউ, হার্বার্ট বাটারফিল্ড, জন হার্জ, কেনান, ওয়ালজ, উলফার্স প্রমুখ হলেন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য প্রবক্তা।

প্রশ্ন ৯ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে-কোনো দুটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ প্রথমত, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্ষমতার ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ক্ষমতা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছোবার হাতিয়ার মাত্র। দ্বিতীয়ত, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র যদি শুধু ক্ষমতার ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ধাবিত হত, তাহলে পৃথিবী এক নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হত। বস্তুত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধের ন্যায় আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতার বিষয়টিকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন ১০ ▌ আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদারনৈতিক ধারার মুখ্য প্রবক্তাদের নাম করো।

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদারনৈতিক ধারার মুখ্য প্রবক্তারা হলেন—মর্টন ক্যাপলান, হার্বার্ট কেলম্যান, রিচার্ড সিন্ডার, এইচ ডব্লু ব্রুক, কার্ল ডয়েশ্চ প্রমুখ।

প্রশ্ন ১১ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব (System Theory)-টি কী?

উত্তর ঃ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা হল 'ব্যবস্থা' (System), যার অর্থ হল পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ কতকগুলি উপাদান বা অংশের সমন্বয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা রয়েছে তার অংশগুলি হল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র যারা অহরহ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। নিয়মিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মেষের সাথে সাথে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১৯ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কাকে বলে?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উদারনৈতিক রাজনৈতিক নীতিসমূহের অনুসরণই হল উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। নীতিগুলি হল— (ক) যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ, (খ) জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতিদান, (গ) আন্তর্জাতিক সমাজের বহুজাতিভিত্তিক বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দান, (ঘ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২০ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তববাদ ও উদারনীতিবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

উত্তর ঃ বাস্তববাদ যেখানে যুদ্ধ বা সংঘাতকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বাভাবিক উপাদান বলে মনে করে, উদারনীতিবাদ সেখানে শান্তি ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। দ্বিতীয়ত, বাস্তববাদ যেখানে রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মুখ্য কর্মকর্তা বলে মনে করে, উদারনীতিবাদ সেখানে রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক সংস্থা, বিভিন্ন ধরনের সংগঠন, ইত্যাদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

প্রশ্ন ২১ ▌ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দুটি সমালোচনার উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ (ক) উদারনীতিবাদ হল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক তত্ত্ব, যা পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য;

(খ) উদারনীতিবাদ হল চরম রক্ষণশীল মতবাদ, কারণ এর মূল লক্ষ্য হল বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ২২ ▌ 'The Twenty Years' Crisis' এবং 'Politics Among Nations'– গ্রন্থগুলির লেখক কে?

উত্তর ঃ যথাক্রমে ই. এইচ. কার এবং এইচ. জে. মরগেনথাউ।

প্রশ্ন ২৩ ▌ নয়া-বাস্তববাদ কাকে বলে? অথবা, নয়া-বাস্তববাদের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ নয়া-বাস্তববাদ হল সেই তত্ত্ব যা গত শতকের সত্তরের দশকে আত্মপ্রকাশ করে এবং যা বাস্তববাদকে যুগোপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়। নয়া-বাস্তববাদীদের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হলে রাষ্ট্রীয় এককের স্তরে আবদ্ধ না থেকে ব্যবস্থা সংক্রান্ত স্তর (Systematic Level)-এর ওপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। বিশ্বব্যবস্থা হল সমগ্র, রাষ্ট্র হল তার অংশ। অংশকে দিয়ে সমগ্রের পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ২৪ ▌ নয়া-বাস্তববাদের দুজন প্রবক্তার নাম করো।

উত্তর ঃ (i) কেনেথ ওয়ালজ এবং (ii) মারশেমার

প্রশ্ন ২৫ ▌ আন্তর্জতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব (System Theory) কাকে বলে?

উত্তর ঃ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা হল ব্যবস্থা, যার অর্থ হল পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ কতকগুলি উপাদান বা অংশের সমন্বয়। ব্যবস্থার অংশ হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র অহরহ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থাকে।

প্রশ্ন ২৬ ▌ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের দুজন প্রবক্তার নাম করো।

উত্তর ঃ (i) মর্টন ক্যাপলান, (ii) ম্যাকলিল্যান্ড (Mcclelland)

প্রশ্ন ২৭ ▌ ক্যাপলানের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ ক্যাপলানের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেবল নৈরাজ্যপূর্ণ নয়, এর মধ্যে কিছু পরিমাণে সংবদ্ধতা (coherence) ও নিয়মশৃঙ্খলা বিরাজ করে। ক্যাপলান বিশ্বাস করেন, যে, (i) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট আচরণ-ধারা আছে; (ii) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপাদানগুলি সুশৃঙ্খল ও সংগতিপূর্ণ এবং (iii) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সামরিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, জনসংখ্যাগত প্রভৃতি উপাদানের সঙ্গেও সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ২৮ ▌ বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব কাকে বলে?

উত্তর ঃ বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব অনুযায়ী বর্তমানে যে বিশ্বব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা ধনতন্ত্রের নীতি ও নিয়ম অনুসারে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। এই বিশ্বব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় স্তরে রয়েছে কতকগুলি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং প্রান্তবর্তী অঞ্চলে রয়েছে মূলত তৃতীয় বিশ্বের গবির দেশগুলি। এই ব্যবস্থায় প্রান্তবর্তী অঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সম্পদের হস্তান্তর চলতে থাকে।

প্রশ্ন ২৯ ▌ বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তাদের নাম লেখো।

উত্তর ঃ (ক) ইমানুয়েল ওয়ালার্স্টাইন, (খ) রউল প্রেবিশ, (গ) কারডোসো, (ঘ) এ.জি. ফ্রাঙ্ক প্রমুখ।

Scanned with CamScanner